

কার্তিক মাসে কৃষকভাইদের করণীয়

ঋতুচক্রের বৈচিত্রের পাশাপাশি বদলে হেমন্ত কৃষি জুনের তৌহিনিতে কাজে কর্তব্য নাকরায় এক শ্রেণী মধ্যম আয়ের কৃষকদের সফলতা কমে। সোনালী ধানের সুমঙ্গল ভরে থাকে বাংলার মাঠ গ্রাফের। কৃষক মেতে ওঠে ঘাম ঝরানো সোনালী ফসল কেটে মাড়াই আড়াই করে তরিকায় গোলা তরতে আর সাথে সাথে শীতকালীন ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো শুরু করতে। তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই কার্তিক মাসে কৃষির কোন কাজগুলো আমাদের করতে হবে।

আমন ধান

- বোনা আমনে বিপিএইচ এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য আলোক মর্গ ব্যবহার করুন। আক্রমণ লক্ষ্য করা গেলে অনুমোদিত সঠিক মাত্রায় পাণ্ডের গোড়াগ দিকে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। সাথে সাথে জমির পানি সঠিক অপসারণ করতে হবে।
- আমন ধানের জমিতে মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা পোড়া, পোল পোড়া রোগের আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন।
- এ মাসে আগাম আতের আমন ধান পাকা শুষ্ক হয়, ১০ ডাশ ধান থেকে গেলে রোদেলা দিন সেখে ধান কাটিতে হবে।
- আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে সুছা সবল ডালো ফসল দেখে ফসল নির্বাচন করে কেটে, মাড়াই-স্কাড়াই করার পর বোনে ভালমত শুকিয়ে পরিস্কার ঠাণ্ডা ধান বায়ু বোধী পায়ে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ রাখার পাত টিকে মাটি বা মেঝের উপর না রেখে পটাতনের উপর রাখতে হবে।
- পোকের উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে ধানের সাথে নিম, নিশিন্দা, ল্যান্টানার পাতা তরিকায় ঘড়ো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

গম

- কার্তিক মাসের তৃতীয় পক্ষ থেকে গম বীজ বপনের প্রস্তুতি নিতে হয়।
- দো-আঁশ মাটিতে গম ডাল হয়।
- অধিক ফলনের জন্য গমের আধুনিক জাত যেমন- বারি গম ২৫, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৩ বপন করতে হবে।
- বীজ বপনের আগে অনুমোদিত ছত্রাক নাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে।
- বীজ বপনের ১৯ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ প্রয়োজন এবং এরপর প্রতি ৩০-৩৫ দিন পর ২ বার সেচ দিলে খুব ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ভুট্টা

- এলাকা উপযোগী ভুট্টার জাত নির্বাচন ও উত্তমরূপে জমি তৈরি করে হাইব্রিড জাতের ভুট্টার বীজ বপন করুন।

তেল ও ডাল ফসল

- কার্তিক মাস সরিষা চাষের উপযুক্ত সময় সরিষা চাষের জন্য স্বল্পজীবন কালিন জাত বারি সরিষা -১৪, ১৭, ১৮ ও বিনা সরিষা -৪, ৯, ১০, ১১ চাষ করতে পারবেন।
- সরিষা ছাড়াও অন্যান্য তেল ফসল যেমন- তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী এ সময় চাষ করা যায়।
- বন্যার পানি নেমে গেলে মসুর, খেসারী চাষ করুন। উপযোগিতা অনুসারে বিনা চাষে স্বল্প চাষে বপন করা যেতে পারে।

আলু ও মিষ্টি আলু

- আলুর জন্য জমি তৈরি ও বীজ বপনের উপযুক্ত সময় এ মাসেই।
- ভাল ফলনের জন্য বীজ আলু হিসেবে যে জাতগুলো উপযুক্ত তাহলো ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, প্যাট্রেনিজ, হীরা, মরিগ, অরিসো, আইলশা, ক্রিওপেট্রা, গ্রানোলা, বিনেলা, কুফরীসুন্দরী, বারি আলু-১৩, ৬২, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১ ইত্যাদির মধ্যে এলাকা উপযোগী যে কোন জাত চাষ করতে পারেন।
- আলু উৎপাদনে আগাছা পরিষ্কার, সেচ, সারের উপরি প্রয়োগ, মাটি আলগাকরণ বা কেলিতে মাটি তুলে দেয়া, বালাই দমন, মালচিং করা আবশ্যিকীয় কাজ।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মালচিং দিয়ে আলু আবাদ করা যায়।
- নদীর ধারে পলি মাটিযুক্ত জমি এবং বেলে দো-আঁশ প্রকৃতির মাটিতে মিষ্টি আলু ভাল ফলন দেয়।
- তৃপ্তি, কমলা সুন্দরী, দৌলতপুরী, বারি মিষ্টি আলু-৪, বারি মিষ্টি আলু-৫, বারি মিষ্টি আলু-৬, বারি মিষ্টি আলু-৭, বারি মিষ্টি আলু-৮, বারি মিষ্টি আলু-৯, বারি মিষ্টি আলু-১০, বারি মিষ্টি আলু-১১, বারি মিষ্টি আলু-১২ ও বারি মিষ্টি আলু-১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ আধুনিক মিষ্টি আলুর জাত।

শাক-সবজি

- শীতকালীন শাকসবজি চাষের উপযুক্ত সময় এখন।
- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীজতলায় উন্নতজাতের দেশী-বিদেশী ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, বাটিশাক, টমাটো, বেগুন এসবের চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে।
- আর গত মাসে চারা উৎপাদন করে থাকলে এখন মূল জমিতে চারা রোপন করতে পারেন।
- এ মাসে হঠাৎ বৃষ্টিতে রোপকৃত শাকসবজির চারা নষ্ট হতে পারে। এ জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোপনের পর আগাছা পরিষ্কার, সার প্রয়োগ, সেচ নিকাশসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।
- তাছাড়া লালশাক, মূলাশাক, গাজর, মটরসুটির বীজ এ সময় বপন করতে পারেন।

অন্যান্য ফসল

- কন্দ পেঁয়াজ লাগানোর এখনই উপযুক্ত সময়। উত্তমরূপে জমি তৈরি করে এলাকা উপযোগী উন্নত জাতের পেঁয়াজের কন্দ রোপন করুন।
- অন্যান্য ফসলের মধ্যে এ সময় রসুন, মরিচ, ধনিয়া, কুসুম, জোয়ার এসবের চাষ করা যায়।
- সাথী বা মিশ্র ফসল হিসেবেও এসবের চাষ করে অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- উপযোগিতা অনুসারে বিনা চাষে রসুন লাগাতে পারেন।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।

১৩১
৬০
৪০
৩৬
৭
২
০
০
১
১